পিকেএসএফ
পরিক্রমা

◤ এপ্রিল-জুন ২০২৫ খ্রিঃ ◤ বৈশাখ-আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

পাবনার আটঘরিয়ার শিমুল হোসেন ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই চাষ করে মাসে আয় করছেন প্রায় দুই লক্ষ টাকা।
বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ০৮

আলোকচিত্রী: মোঃ গোলাম এহছানুল হাবিব

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন-১, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
pksf.org.bd ☎ +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ facebook.com/pksf.org.bd

পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে দেশের প্রথম ‘ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট স্কিম’ উদ্বোধন

Inauguration Ceremony of
Credit Enhancement Scheme (CES)
Microenterprise Financing and Credit Enhancement Project
Chief Guest: Dr Ahsan H Mansur
Special Guests: Hoe Yun Jeong
Nazma Mobarek
Chair: Zakir Ahmed Khan
24 May 2025
PKSF Auditorium-1
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
ADB
Zakir Ahmed Khan
Nazma Mobarek

বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হতে পারে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত। বর্তমানে দেশের মোট কর্মসংস্থানের অর্ধেকেরও বেশি ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে, কিন্তু জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদান মাত্র এক চতুর্থাংশের মতো। এ পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে হলে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর।

গত ২৪ মে পিকেএসএফ কর্তৃক চালুকৃত দেশের প্রথম ‘ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট স্কিম (সিইএস)’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, পিকেএসএফ-এর বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ এখন ১৫ হাজার কোটি টাকার মতো, যা দশগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। আর্থিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি, মানুষের অর্থের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং আর্থিক খাতে অনিয়ম হ্রাসের লক্ষ্যে ‘ক্যাশলেস সোসাইটি’ গঠনের তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বাংলাদেশ মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর হোয়ে ইউন জিয়ং। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। এতে ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট স্কিম ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত বিষয়ক দু’টি উপস্থাপনা প্রদান করেন যথাক্রমে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ রওশন হাবীব।

ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট স্কিম সম্পর্কে জাকির আহমেদ খান বলেন, “দেশের নিম্ন আয়ের মানুষদের উদ্যোক্তায় রূপান্তরের যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পিকেএসএফ, তাতে অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে এ স্কিম চালু করা হচ্ছে। এর আওতায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলো মাঠ পর্যায়ে উপযুক্ত গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করবে। ব্যাংক পর্যায়ে এ ঋণের যা ঝুঁকি থাকবে, তার পুরোটার গ্যারান্টি দিবে পিকেএসএফ”। তিনি আরো বলেন, পিকেএসএফ সারা দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের একটি ডেটাবেইজ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে, যা এসব উদ্যোগে অর্থের প্রবাহকে অধিকতর গতিশীল ও কার্যকর করতে সহায়ক হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক বাংলাদেশের ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাগুলোর অবদানের প্রশংসা করে বলেন, পিকেএসএফ-এর ঋণ আদায়ের হার ৯৯.৯ শতাংশ এবং তাদের ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ হয় না। তিনি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

পিকেএসএফ-এর সাথে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অংশীদারিত্বের প্রসঙ্গে এডিবি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর হোয়ে ইউন জিয়ং বলেন, ১৯৯৭ সাল থেকে উন্নয়ন সহযোগীটি পিকেএসএফ-এর সাতটি প্রকল্পে ৩৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করে। এর মধ্যে, ২০২৩ সালে পিকেএসএফ-এর এমএফসিই প্রকল্পে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করা হয়। এ প্রকল্পেরই একটি কম্পোনেন্ট হিসেবে ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট স্কিম চালু করা হলো। “আমরা আশাবাদী যে, ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট স্কিম সফল হবে এবং এটি বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতে আরও আর্থিক উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত করবে”।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের অমিত সম্ভাবনা থাকলেও এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং উন্নত প্রযুক্তির অভাব রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৯০ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা রয়েছেন, যাদের মধ্যে ৪০ লক্ষ পিকেএসএফ-এর আওতায় ইতিমধ্যে সংগঠিত। বর্ধিত অর্থায়ন, লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং সময়োপযোগী বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের উন্নয়নের ওপর জোর দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর সাথে পাঁচটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও একটি বিনিয়োগ কোম্পানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিম আর এফ হোসেন, সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাসরুর আরেফিন, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, প্রাইম ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফয়সাল রহমান, সাউথইস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) আবিদুর রহমান চৌধুরী এবং দ্যা ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি (ইউবিকো) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এম এম মোস্তফা বিলাল নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

উল্লেখ্য, সিইএস-এর আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর ও গ্যারান্টি সার্টিফিকেট বিতরণ শুরু হয়েছে। ৩ জুন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান সহযোগী সংস্থা ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ ইয়াকুব হোসেন, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলাউদ্দিন খান, এবং অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস (ওসাকা)-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আব্দুল মজিদ-কে গ্যারান্টি সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

২৯ জুন অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ সাধারণ পর্ষদের সভা

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতে পিকেএসএফ-এর পাঁচ বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন

দেশের সুবিধাবঞ্চিত, নিম্ন-আয়ের মানুষের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ধারাকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে 'পিকেএসএফ কৌশলগত পরিকল্পনা (২০২৫-২০৩০)' অনুমোদন করেছে পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদ। ২৯ জুন পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের ২৬০তম সভায় এ অনুমোদন প্রদান করা হয়।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, পর্ষদ সদস্য ড. সহিদ আকতার হোসাইন, নূরুন নাহার, ফারজানা চৌধুরী, প্রফেসর ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম এবং লীলা রশিদ, পিএইচডি অংশগ্রহণ করেন। সভায় জানানো হয়, প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের মান ও কার্যকারিতা দেশে-বিদেশে সমাদৃত হলেও বর্তমানে আর্থ-সামাজিক, প্রাযুক্তিক, দারিদ্র্য পরিস্থিতি ও মানুষের চাহিদার বিবর্তন ঘটেছে। এ প্রেক্ষাপটে, দেশে টেকসইভাবে দারিদ্র্য নিরসন ও নিম্ন-আয়ের মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ নতুন এ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তদানুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১১ হাজার কোটি টাকার ঋণ বিতরণের প্রস্তাব উত্থাপন করে। বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিলো ৯ হাজার ৩৪০ কোটি টাকা। বর্ধিত এ অর্থায়নের ফলে সহযোগী সংস্থাগুলো তৃণমূলে আরো বেশি সংখ্যক মানুষকে অধিকতর কার্যকরভাবে পিকেএসএফ-এর সেবাসমূহ পৌঁছে দিতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

একই দিন বিকেলে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের ১৪তম সভায় 'পিকেএসএফ কৌশলগত পরিকল্পনা (২০২৫-২০৩০)'-এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য মোট ১২ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদন করা হয়।

এর আগে খসড়া কৌশলগত পরিকল্পনার ওপর ১৭ জুন পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞবৃন্দের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করা হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান ড. জাইদী সাত্তার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মোঃ আব্দুস সাত্তার মন্ডল, আইএনএম-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী, বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমেদ খান, বিআইডিএস-এর মহাপরিচালক ড. এ কে এনামুল হক ও গবেষণা পরিচালক ড. কাজী ইকবাল, সানেম-এর চেয়ারম্যান ড. বজলুল হক খন্দকার, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ) ড. মনজুর হোসেন, সোনালী ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান সৈয়দ আবু নাসের বখতিয়ার আহমেদ, এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ দাউদ মিয়া এনডিসি, বিআইডিএস-এর সাবেক গবেষণা পরিচালক রুশিদান ইসলাম রহমান, ফাইনান্সিয়াল এক্সিলেন্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান মামুন রশীদ, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. খালেদা ইসলাম।

উল্লেখ্য, পিকেএসএফ-এর খসড়া কৌশলগত পরিকল্পনার ওপর ২৭ মে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের এবং ২২ জুন পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের মতামত ও পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করা হয়।

পিকেএসএফ-এর খসড়া কৌশলগত পরিকল্পনার ওপর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের সাথে ১৭ জুন অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ECCCP-Drought প্রকল্প

বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের তাগিদ পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের

পিকেএসএফ-এর ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় ১৪ মে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সভাকক্ষে একটি পরামর্শ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন খোন্দকার আজিম আহমেদ এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান ECCCP-Drought প্রকল্পটি ভূমি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন। কর্মশালার সভাপতি খোন্দকার আজিম আহমেদ এনডিসি বলেন, বরেন্দ্র অঞ্চলে ECCCP-Drought প্রকল্পটি বাস্তবায়নের যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। তিনি প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

পরামর্শ কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম এবং প্রকল্পটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

কর্মশালায় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নওগাঁর জেলা প্রশাসক, প্রকল্পভুক্ত ১৪ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-সহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া, এ কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালাটি আয়োজনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ‘প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি’। এতে ECCCP-Drought-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ১৮টি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এবং প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালা শেষে জাকির আহমেদ খান রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি উপজেলাধীন মারিয়া গ্রামে সহযোগী সংস্থা শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত পুকুর পুনর্খনন এবং মাটিকাটা ইউনিয়নের বসন্তপুর চৌদুয়ার গ্রামে সহযোগী সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত পুকুর পুনর্খনন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

বরেন্দ্র অঞ্চলে ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪০,০০০ মানুষের সারা বছর পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৫ জুন পর্যন্ত ৬০টি পুকুর ও ২০ কিলোমিটার খাল পুনর্খননের ফলে রাজশাহী, নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ১৪টি উপজেলায় পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, একদিকে এসব এলাকার কয়েক হাজার হেক্টর কৃষি জমির উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে, এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা উন্নয়নেরও ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

পাশাপাশি, প্রকল্পের আওতায় ৩৯০টি ছাদভিত্তিক Managed Aquifer Recharge (MAR) system স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে, কৃত্রিম উপায়ে ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী প্রায় ৪,০০০ পরিবারের সারা বছরের খাবার পানির প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর ১০৩টি সহযোগী সংস্থার মোট ১৩৬ জন কর্মকর্তাকে ‘Climate Change and Development’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গত ২৬ জুন এ প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

পরিবেশের ক্ষতি না করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার আহ্বান পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের পরিবেশের ক্ষতি না করে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত টেকসহিতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ এখানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঘনত্ব অনেক বেশি। পিকেএসএফ এ ভারসাম্য রক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গত ৭ মে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত ‘রাইস মিল ক্ষুদ্র-উদ্যোগের পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন বিষয়ক পরামর্শ সভা’য় সভাপতির বক্তব্যে তিনি ‘বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তর’ ধারণার ওপর জোর দিয়ে বলেন, চালের তুষ থেকে উৎপন্ন fly ash (ভস্ম) হলো ব্লক তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক হবে।

পরামর্শ সভাটি পরিচালনা করেন ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। নির্দেশিকার খসড়া উপস্থাপন করেন ড. মোঃ ফিরোজুর রহমান, সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী, ECCCP-Drought, পিকেএসএফ। সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এবং জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম), চাল কলের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় উন্নয়ন সহযোগীদের অব্যাহত সহায়তা প্রয়োজন

বাংলাদেশ প্রতি বছর জলবায়ু পরিবর্তন-উদ্ভূত বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, তাপ প্রবাহ ইত্যাদির ফলে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ১-২% হ্রাস পায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার। তবে, কার্যকরভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি এবং এ লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের অব্যাহত সহায়তা প্রয়োজন হবে।

গত ২৮ মে পিকেএসএফ ভবনে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত জার্মান সরকারের IKI Small Grants Programme-এর আওতায় ‘Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in the Haor Region of Bangladesh’, সংক্ষেপে ‘giz-হাওর’, শীর্ষক প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মোঃ শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. ফাহমিদা খানম, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ অনুবিভাগ), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, এবং জার্মান দূতাবাসের ডেপুটি হেড অফ ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন উলরিখ ক্লেপমান। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

অনুষ্ঠানে দু’টি উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ এবং মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান।

বাংলাদেশ সরকার গৃহীত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্ণনা দিয়ে মোঃ শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে ৮০০টিরও অধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরকার বার্ষিক বাজেটের ৬-৭% অর্থ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ব্যয় করে। এছাড়া, গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) হতে দেশের দু’টি জাতীয় প্রতিষ্ঠান পিকেএসএফ ও ইডকল এ পর্যন্ত ৯টি প্রকল্প ও ৮টি সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প বাবদ ৪৪৭.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছে। giz-হাওর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহকে আরো ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ নতুন কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে জাকির আহমেদ খান বলেন, সর্বোচ্চ সততা, স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও নিশ্ছিদ্র পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে পিকেএসএফ এর সকল কার্যক্রমের গুণগত মান ও কার্যকারিতা শতভাগ নিশ্চিত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিতে থাকা মানুষের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতে পিকেএসএফ নিরলস কাজ করে যাবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

giz
CLOSING CEREMONY
Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in The Haor Region of Bangladesh

উলরিখ ক্লেপমান বলেন, বর্তমানে জার্মান সরকার বাংলাদেশে ৫৩টি চলমান প্রকল্পে সহযোগিতা দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সরকারের একার পক্ষে মোকাবিলা সহজ নয় উল্লেখ করে ড. ফাহমিদা খানম বলেন, “সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিওসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা থাকলেই কেবল এটি সম্ভব হবে”।

মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, জিসিএফ ও অ্যাডাপ্টেশন ফান্ডের ডিরেক্ট অ্যাকসেস এনটিটি হিসেবে পিকেএসএফ বাংলাদেশে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা মোকাবিলায় কাজ করছে। “আমাদের কার্যক্রম টেকসই কৃষি, পানি ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে।”

giz-হাওর প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ ও দিরাই উপজেলার হাওর এলাকায় তিনটি ইউনিয়নে তীব্র ও আকস্মিক বন্যার ঢেউয়ের ফলে সৃষ্ট ভাঙন থেকে বাড়িঘর রক্ষা এবং হাটিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১.৫৪ কিমি দীর্ঘ সিসি ব্লক রিভেটমেন্ট ও গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়। এর ফলে, প্রায় ৭,৫০০ পরিবারের ঘর-বাড়ি আকস্মিক বন্যার ভাঙন থেকে রক্ষা পেয়েছে, কমিউনিটি স্পেস উঁচু করার ফলে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং নির্মিত দেয়ালের পাশে বৃক্ষ রোপণের ফলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ হয়েছে।

মার্চ ২০২৩ থেকে মে ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের মোট বাজেট ছিল ১১.৮৮ কোটি টাকা, যার সম্পূর্ণ অংশ জার্মান সরকার giz-এর মাধ্যমে অনুদান হিসেবে অর্থায়ন করেছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহ ৮ মে তিনটি কমিউনিটির প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ সময় giz-এর পক্ষ থেকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন Joan Helms, Portfolio Manager। এছাড়া, সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় হাওর উন্নয়ন বোর্ড ও পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে ৯২৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

পিকেএসএফ নিজস্ব অর্থায়নে জানুয়ারি ২০১৯ থেকে দেশের সুবিধাবঞ্চিত লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে ‘আবাসন ঋণ’ শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে কর্মসূচিটি ২৫টি সহযোগী সংস্থার ২০৫টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৫২ জেলার ১১৪ উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য মে ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩৫,১৬৬ জন সদস্যকে ৯২৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

নিম্ন আয়ের জনগণের ঝুঁকি মোকাবিলায় ক্ষুদ্রবীমা সময়োপযোগী উদ্যোগ: পিকেএসএফ চেয়ারম্যান

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেছেন, নিম্ন আয়ের জনগণের বহুমাত্রিক ঝুঁকি মোকাবিলায় ক্ষুদ্রবীমা একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। তিনি ঝুঁকি প্রশমন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বীমা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP) প্রকল্পের মাধ্যমে জাইকা'র সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান। ২০ এপ্রিল পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত 'IRMP Experience and Way Forward' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, "যদি মানুষের আচরণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়, তাহলে অনেক ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব। নিম্ন আয়ের জনগণের আয়ক্ষয় রোধে একটি কার্যকর ও ব্যয়সাশ্রয়ী পন্থা উদ্ভাবন জরুরি।"

সভায় উপস্থিত জাইকা'র ঢাকা অফিসের Special Advisor to Chief Representative Kiyoshi Amada পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন IRMP প্রকল্পকে বাংলাদেশে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) অর্থায়িত অন্যতম সফল প্রকল্প হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি জানান, এ প্রকল্পের অর্জন ও অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে জাইকা'র সদর দপ্তরেও অবহিত করা হয়েছে।

সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ। এতে বক্তব্য ও উপস্থাপনা প্রদান করেন IRMP প্রকল্পের টিম লিডার Yojiro Fujiwara এবং ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন এক্সপার্ট মোঃ জুবায়রুল হক। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, মোঃ মশিয়ার রহমান, ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ এবং ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ-এর চলমান প্রকল্পে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস জাইকা'র

বাংলাদেশে নিম্ন আয়ের মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে কারিগরি সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে জাইকা।

গত ১৩ মে পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত জাইকা'র কারিগরি সহায়তায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন IRMP প্রকল্পের ৪র্থ Joint Coordinating Committee (JCC) সভায় এ প্রতিশ্রুতি দেন জাইকা'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের নিম্ন আয়ের জনগণের নিকট ক্ষুদ্রবীমা সেবা কার্যকরভাবে পৌঁছাতে নতুন কৌশল উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জাইকা ঢাকা অফিসের Special Advisor to Chief Representative Kiyoshi Amada বলেন, "পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অত্যন্ত মূল্যবান এবং জাইকা পিকেএসএফ-এর সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক।"

ভার্চুয়ালি জাপান থেকে সভায় যোগ দেওয়া জাইকা সদর দপ্তরের Gender Equity & Poverty Reduction বিভাগের পরিচালক Komahashi Rie পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলোর দক্ষতাপূর্ণ কাজের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি জানান, জাইকা IRMP প্রকল্পের অধীনে ভবিষ্যতেও সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী। সভায় বক্তব্য রাখেন IRMP প্রকল্পের টিম লিডার Yojiro Fujiwara ও ডেপুটি টিম লিডার Taisuke Tokuoka।

পিকেএসএফ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স-এর অধ্যাপকের সাক্ষাৎ

লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিকাল সায়েন্স-এর অধ্যাপক Dr Robin Burgess-এর নেতৃত্বে একটি গবেষক দল পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সাথে ৩০ জুন সৌজন্য সাক্ষাৎ করে।

এ দলে আরও ছিলেন International Growth Centre (IGC), গবেষণা পরিচালক Tim Dobermann, কান্ট্রি ম্যানেজার Shahid Vaziralli, এবং গবেষক আশফাকুল হক চৌধুরী ও আমিনুল আমান।

সাক্ষাতে পিকেএসএফ-এর সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা করার বিষয়ে International Growth Centre-এর প্রতিনিধিবৃন্দ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস ২০২৫

অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখা সত্ত্বেও অবহেলিত ক্ষুদ্র ও ছোটো উদ্যোক্তারা

দেশের অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি (এমএসএমই) উদ্যোক্তারা অর্থায়ন, নীতিনির্ধারণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবহেলিত রয়েছেন। 'আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস ২০২৫' উপলক্ষ্যে দৈনিক বণিক বার্তা আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা এ মন্তব্য করেন।

রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত 'টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবন; মূল চালিকাশক্তি এমএসএমই' শীর্ষক এ আলোচনায় বক্তারা জানান, দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান এমএসএমই খাতের অধীনে, যা জিডিপির অন্তত ২৫ শতাংশ জোগান দেয় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আলোচকরা উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এমএসএমই খাতে অর্থায়নে জোর দিলেও মূলত মাঝারি উদ্যোক্তারাই বেশি সুবিধা পাচ্ছেন, ছোটো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ঋণ প্রাপ্তিতে পিছিয়ে পড়ছেন। এছাড়া, বৃহৎ কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোও এমএসএমই খাতের সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোকে এমএসএমই খাত থেকে পৃথক করে তাদের জন্য আলাদা পরিসংখ্যান ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করা হয়।

আলোচনায় ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়ন, ক্রাউড ফান্ডিং, সার্কুলার ইকোনমির মতো আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি এমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড, কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড, মার্কেট ইকোসিস্টেম ও কোল্ডস্টোরেজ বৃদ্ধির মতো প্রস্তাবনা আসে। দেশীয় পণ্য ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করার ওপরও জোর দেওয়া হয়, যা দেশীয় পণ্যের মান ও বৈচিত্র্য বাড়িয়ে রপ্তানি চাহিদা তৈরি করবে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী বলেন, এমএসএমই খাত দৃশ্যমান না হলেও এটি প্রতিটি দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি এবং এ খাতকে অবহেলা করা হলে বেকারত্ব বাড়তে পারে।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বিনিয়োগ, ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালার পরিবর্তন এবং পরিবেশগত দিক ও পণ্যের বিপণনে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বিপণন বাজেট স্বল্পতাকে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করে কম খরচে বিপণনের সুযোগ তৈরি এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের ওপর গুরুত্ব দেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার এমএসএমই পণ্যের জন্য স্থায়ী বিপণন কেন্দ্র এবং প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এ আলোচনা সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, বিআইডিএস, এসএমই ফাউন্ডেশন, পিকেএসএফ-সহ বিভিন্ন ব্যাংক ও চেম্বারের শীর্ষ নির্বাহী এবং উদ্যোক্তারা অংশ নেন।

'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হতে পারে ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিকাশ'

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হতে পারে ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিকাশ। ক্ষুদ্রঋণ উদ্যোগ উন্নয়নের অন্যতম অনুষঙ্গ হলেও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ক্ষুদ্রঋণ এক কথা নয়। ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য লক্ষিত মানুষের ভাবনা ও চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে, সুযোগের বৈষম্য দূর করতে হবে এবং উদ্যোগ উন্নয়নে সমাজের প্রান্তিক জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

গত ২৩ এপ্রিল পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত 'Small Ventures, Big Future: Microenterprise as Engine of Inclusive Growth in Bangladesh' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এ অভিমত ব্যক্ত করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সাবেক পরিচালক ড. সেলিম জাহান। তিনি বলেন, "মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে হবে; স্বপ্নকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সাহস জোগাতে হবে; স্বপ্নপূরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে। তবেই, দেশে উদ্যোগ উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান হবে, অর্থনীতি আরো শক্তিশালী হবে"।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, পিকেএসএফ বর্তমানে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সৌদি আরবে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পিকেএসএফ-এর একটি প্রকল্পের সাফল্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করা হয়।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) অর্থায়িত পৃথিবীর প্রায় ৭০০ প্রকল্পের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পিকেএসএফ-এর আরেকটি প্রকল্প। এগুলো বিশ্বমঞ্চে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছে।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, দেশের প্রায় ৪০ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন করছে পিকেএসএফ। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অতিরিক্ত অর্থায়ন, কারিগরি সহায়তা ও প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, মূল্য সংযোজিত সনদায়িত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে বিস্তৃত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। "দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম করে তোলার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর উদ্যোগ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রস্তুতি নিচ্ছে"। এ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আইএনএম-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তফা কে. মুজেরী, বিআইডিএস-এর গবেষণা পরিচালক ড. কাজী ইকবাল, এবং এমআরএ'র নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন। এতে পিকেএসএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

Small Ventures, Big Futures:
Microenterprise as Engine of Inclusive Growth in Bangladesh
Speaker : Dr. Selim Jahan
Chair : Mr. Zakir Ahmed Khan
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

পোকা চাষ করে মাসে প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয় করছেন শিমুল

পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার শিমুল হোসেন (৩২) যখন ঋণে জর্জরিত হয়ে হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ইউটিউবে ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই চাষের ভিডিও তাকে নতুন করে স্বপ্ন দেখায়। শুরু করেন একেবারেই অপ্রচলিত একটি উদ্যোগ—ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই চাষ। বর্তমানে এ পোকা চাষ করে তিনি মাসে আয় করছেন দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা।

পাবনার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ফ্যাশন ডিজাইনে ডিপ্লোমা করে শিমুল ঢাকায় চাকরি শুরু করেন। কিন্তু কৃষিকাজের প্রতি গভীর আগ্রহের কারণে চাকরিতে থিতু হতে পারেননি তিনি। ২০১৮ সালে চাকরি ছেড়ে ফিরে আসেন পাবনায়। শুরু করেন হাঁস পালন। কিন্তু হাঁস পালনে ক্রমাগত লোকসানের কারণে ১৮ লক্ষ টাকা ঋণের মধ্যে পড়েন শিমুল।

এমনই সময় ইউটিউব ভিডিও দেখে ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই চাষের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তার। এ বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি নিজেই বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন; শুরু করেন ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই চাষ।

এরপর, পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি)-এর মাধ্যমে শিমুল ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই চাষের জন্য ঋণ, প্রশিক্ষণ, বাজার সংযোগ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণ করে তার উদ্যোগ আরও সম্প্রসারণ করেন।

তিন বছরেই ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই চাষে সাফল্যের দেখা পান শিমুল। বর্তমানে তিনি প্রতিদিন প্রায় ৩০০ কেজি লার্ভা উৎপাদন করছেন, যার বাজারমূল্য প্রায় ৭২ হাজার টাকা। তিনি পাবনা ও ঢাকায় এ লার্ভা বিক্রি করেন। শিমুল এখন কক্সবাজারে ৩০ লাখ টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে তার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছেন। তার দু'টি খামারে ৭ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই দেখতে মাছির মতো, যার লার্ভা বিভিন্ন ধরনের জৈব বর্জ্য (যেমন সবজি, ফলমূল, মাছের বর্জ্য এবং গৃহস্থালির আবর্জনা) খেয়ে বেড়ে ওঠে। শুকনো লার্ভায় প্রায় ৫০ শতাংশ উচ্চমানের প্রোটিন থাকে, যা প্রাণিজ প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এ কারণে দেশে ক্রমেই মাছ ও পোলট্রির খাবার হিসেবে জনপ্রিয় হচ্ছে এ লার্ভা। পাশাপাশি, এর উৎপাদন খরচও কম। এক কেজি পোকা উৎপাদনে খরচ হয় মাত্র ১০-১২ টাকা যা সময়ভেদে ৫০-৮০ টাকায় বিক্রি হয়। মাছ উৎপাদনের খরচ কমানো ও নিরাপদ মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় ছোটো পরিসরে ব্ল্যাক সোলজারের লার্ভা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

শিমুল বলেন, "পোকা চাষের কারণে স্থানীয়রা একসময় আমাকে পাগল ভাবত। কিন্তু কিছুদিন আগে আমি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটানে ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাইয়ের মাদার পোকা (পিউপা) রপ্তানি করেছি। উদ্যোক্তারা ওইসব দেশেও এ পোকার খামার করেছেন।"

পাবনা, নওগাঁ, জয়পুরহাট, ময়মনসিংহ ও যশোরসহ দেশের ২৫ জেলায় মোট ২৮০ জন উদ্যোক্তা বর্তমানে ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই খামারে নিয়োজিত রয়েছেন। তারা প্রতি মাসে সম্মিলিতভাবে ৭০ টনেরও বেশি লার্ভা উৎপাদন করছেন, যার বাজারমূল্য প্রায় ৫ কোটি টাকা। এ খাতটি সরাসরি প্রায় ৬০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে।

সমতলের গ্রাম পেরিয়ে পাহাড় আর দ্বীপে পিকেএসএফ-এর ওয়াশ কার্যক্রম

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নে পাহাড়ে বসবাসকারী ১৫টি ত্রিপুরা পরিবার একটি সরকারি টয়লেট ব্যবহার করে আসছিল। ২০২৪ সালে পিকেএসএফ-এর BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা এসডিআই-এর মাধ্যমে কাঞ্চনমালা, জীবনরাণী, কাশিরংদের মতো মোট ১১টি পরিবার ঋণ নিয়ে নিজস্ব টয়লেট তৈরি করেছেন। পাশাপাশি, দুই গর্তবিশিষ্ট টয়লেট তৈরির জন্য ৩,০০০ টাকার প্রণোদনা তাদের সাহস জোগায়। বর্তমানে দিনে-রাতে, যেকোনো মৌসুমে টয়লেট ব্যবহারে তাদের আর অসুবিধা হয় না।

নিঝুম দ্বীপের ফাহিমা, নাজমা, পান্না, মিনারদের মতো অনেক পরিবার খোলা অস্বাস্থ্যকর টয়লেট ব্যবহার করতো। নিঝুম দ্বীপের গ্রামের মানুষ এখন দুই গর্তবিশিষ্ট নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারের সুফল বুঝতে পেরেছে। ফলে, তারা ঋণ নিয়ে পরিবারের নারী, শিশু, বয়স্কদের উপযোগী করে টয়লেট তৈরি করতে উৎসাহিত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাংক ও Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-এর যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ-এর BD Rural WASH for HCD প্রকল্পটি এসডিজি ৬.২ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় টয়লেট ও পানি সুবিধা নিশ্চিত করতে দেশের ৩০ জেলার ১৮২ উপজেলায় ৮৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ পরিবারে দুই গর্তবিশিষ্ট টয়লেট স্থাপনসহ নিরাপদ স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চার উদ্দেশ্যে ৯৭.৫ হাজার পরিবারে চলমান পানি সুবিধা স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

‘প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে দরকার কার্যকর, টেকসই ব্যবস্থাপনা’

আয়ক্ষয় রোধের মাধ্যমে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার প্রসারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের চাপ মানুষের দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তারা।

গত ২৭ এপ্রিল পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত ‘টেকসই স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে করণীয়’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। সভায় জাতীয় পর্যায়ের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের প্রতিনিধি, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, “পিকেএসএফ টেকসইভাবে মানুষের আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন এবং দারিদ্র্য-পরবর্তী উন্নয়নকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা ব্যয় তাদের আয়ক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশব্যাপী প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে, পিকেএসএফ পূর্ববর্তী বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করেছে। এরই অংশ হিসেবে এ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে।”

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা সভা

স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের সদস্য ড. আহমেদ এহসানূর রহমান বলেন, “স্বাস্থ্যসেবাকে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অংশ করতে হবে। সরকারকে আইন প্রণয়ন করে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে রাষ্ট্র নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে কী ভূমিকা নেবে।” ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ বলেন, “বর্তমানে তিন বছরের শিশুও স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে; ৩০-৩৫ বছর বয়সী মানুষ ডায়াবেটিসে ভুগছে। এ সমস্যা সমাধানে স্কুলভিত্তিক সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম জরুরি।”

ওয়াটারএইড-এর আঞ্চলিক পরিচালক ড. খায়রুল ইসলাম বলেন, “বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যক্তিগত খরচে স্বাস্থ্যব্যয়ের হার ৭৩ শতাংশ, যা তাদের দারিদ্র্য নিরসনে বড় বাধা।” আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আব্দুস সবুর বলেন, “সঠিক জীবনাচরণ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ এবং পরিবেশবান্ধব আবাসন নিশ্চিতের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।”

সভায় পিকেএসএফ-এর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়। এ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্রেস্টফিডিং ফাউন্ডেশন-এর সভাপতি ড. এস. কে. রয়, সাজেদা ফাউন্ডেশন-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাহেদা ফিজ্জা কবির এবং সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)-এর নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাইম হুদা।

ইফাদ প্রতিনিধি দলের আরএমটিপি’র কার্যক্রম পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর লিড পোর্টফোলিও অ্যাডভাইজার কৌশিক বড়ুয়া ও ইফাদ বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রোগ্রাম এনালিস্ট মাসিয়াত চৌধুরি ২৭ মে সিরাজগঞ্জ জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্পের ‘নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ’ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রতিনিধি দল উদ্যোক্তা টুকু মোক্তার-এর ‘শক্তি সাইলেজ’ উৎপাদন কারখানা পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের সহায়তায় তিনি সাইলেজ উৎপাদনের ওপর প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা লাভ করে বর্তমানে প্রতি মাসে প্রায় ৭০ টন সাইলেজ উৎপাদন করছেন, যার মাধ্যমে তার মাসিক আয় হচ্ছে প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকা। এ কারখানায় বর্তমানে ৭ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন বলে তিনি জানান। এছাড়া, প্রতিনিধি দল বকুল মহিলা সমিতির ২৫ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে ভ্যাকসিনেশন, কৃত্রিম প্রজনন ও খামার যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ে অবহিত হন। পরিদর্শন শেষে ইফাদ প্রতিনিধি দল আরএমটিপি প্রকল্পের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের বিকাশে ইফাদ ও ডানিডার অর্থায়নে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি নির্বাচিত উচ্চ মূল্যমানের কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইনের সাথে সম্পৃক্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, উদ্যোক্তা, এবং অন্যান্য মার্কেট এক্টরের আয়, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রকল্পটি কাজ করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে তুলনামূলক উৎপাদন সুবিধা, বাজার চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি নির্ভর সম্ভাবনা রয়েছে এমন কৃষি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে, প্রকল্পটি পোল্ট্রি ও মৎস্যজাত পণ্যের সনাক্তকরণ নিশ্চিত করছে। পোল্ট্রি ও মৎস্য খাতের সম্ভাবনাময় খামারিদের নির্বাচনের পরে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রোটোকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এ খামারিদের উত্তম কৃষি চর্চার প্রতিটি ধাপ অনুসরণের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রতিটি ধাপ নজরদারির জন্য একটি নির্দিষ্ট ট্রেসিবিলিটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়, যা খামারে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে খুচরা বাজার পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণ করে। উৎপাদন পর্যায়ে প্রতিটি পোল্ট্রির ঝাঁক ও মাছের ব্যাচের জন্য একটি করে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন কোড বরাদ্দ করা হয়। স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য প্যাকেজিংয়ের সময় পোল্ট্রি, পোল্ট্রিজাত পণ্য এবং মৎস্যজাত পণ্যে কিউআর কোড যুক্ত করা হয়। ভোক্তারা এ কিউআর কোড স্ক্যান করে পণ্যের উৎপত্তি, খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং গুণগত নিশ্চয়তা বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন। এ সকল পোল্ট্রি পণ্য বর্তমানে ঢাকার ইউনিমার্ট আউটলেটে বিক্রি হচ্ছে।

বেকার তরুণ ও ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে RAISE প্রকল্প

পিকেএসএফ অনানুষ্ঠানিক খাতের আওতাধীন নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও পিছিয়ে পড়া ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের শহর ও শহরতলি এলাকায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

গত ১৪ মে ‘Changing Nature of Livelihoods’ বিষয়ক একটি আলোচনা সভা পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশ্বব্যাংকের পক্ষ হতে ‘Informal Firms in Urban Bangladesh’ শীর্ষক জীবিকায়ন (Livelihood) সংশ্লিষ্ট গবেষণার সারসংক্ষেপের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের এ প্রতিনিধি দল ১৩ মে শরীয়তপুর জেলায় সহযোগী সংস্থা নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)-এর প্রধান কার্যালয়ে RAISE প্রকল্পভুক্ত শিক্ষানবিশ, মাস্টার ক্র্যাফটসপার্সন (ওস্তাদ), এবং তরুণ উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করে। বিশ্বব্যাংকের এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিনিয়র ইকোনমিস্ট ইহসান আজওয়াদ, সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ও RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান, ইকোনমিস্ট ঐশ্বর্য পাটিল এবং অপারেশনস কনসালটেন্ট মাসুদ রানা।

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দলের **RAISE** কার্যক্রম পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংকের Environmental and Social Framework (ESF) দল ২৮ এপ্রিল সহযোগী সংস্থা বাসা ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে টাঙ্গাইল জেলায় এবং ২৯ এপ্রিল বগুড়া জেলাধীন সহযোগী সংস্থা গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক) এবং টিএমএসএস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। ESF প্রতিনিধি দলটি প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশদের কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা চর্চা, অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাজীবন পরিকল্পনার সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে। এ পরিদর্শনে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলে ছিলেন কান্ট্রি ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের নাবিল এ. শাইবান, এনভায়রনমেন্ট স্পেশালিস্ট বুশরা নিশাত, এনভায়রনমেন্ট স্পেশালিস্ট শার্লিন হোসেন এবং সিনিয়র সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট শরিফুল ইসলাম।

বিশ্বব্যাংকের অপর একটি প্রতিনিধি দল ১৭ জুন ঢাকা জেলার ধামরাই ও সাভার উপজেলায় সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস (এসডিআই) এবং সোস্যাল আপলিফ্‌টমেন্ট সোসাইটি (সাস) ও ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। এ পরিদর্শনে বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিনিয়র ফাইন্যান্স অফিসার তিপাওয়ান ভুটাপ্রতীপ এবং সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ইকোনমিস্ট ও RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান।

Interactive Session with
Master Craftspersons (MCPs)

গবেষণা: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজন বড় ঋণ

অতিদরিদ্রদের জন্য পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির (বুনিয়াদ) ওপর সম্প্রতি গবেষণা ও উন্নয়ন শাখা একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। এ গবেষণায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের মাত্রা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। মোট ৮০০টি পরিবারের নমুনার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত এ গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে সার্বিকভাবে গত পাঁচ বছরে খাদ্য নিরাপত্তার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপরও যে সকল সদস্য শুধু ‘বুনিয়াদ’ ঋণ গ্রহণ করেছেন, তাদের খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে অর্জনের হার পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য নয়। বরং প্রাগ্রসর সদস্য, যারা ‘বুনিয়াদ’ থেকে উন্নীত হয়ে ‘জাগরণ’ বা ‘অগ্রসর’-এর মতো অপেক্ষাকৃত বড় ও ভিন্ন ধরনের ঋণ গ্রহণের স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাদের খাদ্য নিরাপত্তায় পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য অর্জন লক্ষ্য করা যায়।

যারা ‘বুনিয়াদ’ থেকে অপেক্ষাকৃত বড় ঋণের স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাদের কোনোরূপ ঋণ গ্রহণ করেননি এমন পরিবারের তুলনায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের সম্ভাবনা প্রায় ২.১৫ গুণ বেশি বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।

অপেক্ষাকৃত বড় ঋণের স্তরে উন্নীত সদস্যদের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা গত পাঁচ বছরে ১৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কেবল ‘বুনিয়াদ’ ঋণগ্রহীতা অথবা কোনোরূপ ঋণ গ্রহণ করেনি এমন পরিবারের (যথাক্রমে ৭.৯৫ এবং ৪.৯৯ শতাংশ) তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে যে অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের ঋণ অতিদরিদ্রদের সক্ষমতা তৈরিতে সাহায্য করে। তবে একটি স্থিতিশীল ও ক্রমবর্ধমান জীবিকা প্রতিষ্ঠার জন্য অপেক্ষাকৃত বড় ঋণের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের ঋণগুলোই টেকসই অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সুযোগ তৈরি করে যা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

পিকেএসএফ-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো অতিদরিদ্র ব্যক্তিদের প্রাথমিক অবস্থা ছাড়িয়ে সক্ষমতার সাথে এগিয়ে যেতে সমর্থ করে তোলা। মূলত অতি দরিদ্রদের জন্য ঋণ কর্মসূচি হতেই এ কর্মকাণ্ডের শুরু, কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য হারে উন্নতি তখনই ঘটে যখন ঋণগ্রহীতারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনীয় অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ঋণ বা তহবিল ব্যবহার করতে পারেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোগে ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের লক্ষ্যে কাজ করছে SMART প্রকল্প

ক্ষুদ্র উদ্যোগে জলবায়ু-সহনশীল, সম্পদ-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের আওতাধীন প্রায় ৮০,০০০ উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করা হবে।

পাঁচ বছর মেয়াদি (২০২৩-২০২৮) প্রকল্পটির মোট বাজেট ৩০ কোটি মার্কিন ডলার, যেখানে বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ যথাক্রমে ২৫ ও ৫ কোটি মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে।

SMART প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৪৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫৭টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের অনুকূলে সহযোগী সংস্থাসমূহে এ পর্যন্ত ৬০৫.৭৭ কোটি টাকা ঋণ এবং ৫২.৭০ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত ৭,৬৩৩ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উদ্যোগসমূহে প্রকল্পের সহায়তায় জলবায়ু-সহিষ্ণু RECP চর্চা রপ্তকরণের মাধ্যমে সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চার করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ বিপদাপন্নতা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ পণ্য উৎপাদন, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার, উদ্যোগ উন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং ও সনদায়ন বিষয়ে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ সকল বিষয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যেখানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৩,৭২৩। এছাড়া, সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবেশ বিপদাপন্নতা ও জলবায়ু সহনশীলতা, মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন, ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, যৌন হয়রানির অভিযোগ ও প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করে ক্ষুদ্র উদ্যোগের ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার সামষ্টিক উদ্যোগ হিসেবে ২৯টি উপ-প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১৪৪টি 'পরিবেশ ক্লাব' গঠন করা হয়েছে। এ সকল ক্লাবের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ব্যবসাগুচ্ছের মধ্যে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিগত ১৪ মে বিশ্বব্যাংকের এনভায়রনমেন্ট, ন্যাচারাল রিসোর্সেস অ্যান্ড ব্লু ইকোনমি বিষয়ক প্র্যাকটিস ম্যানেজার ক্রিশ্চিয়ান পিটার পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় SMART প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগে সম্পদ-সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার, সবুজ প্রবৃদ্ধি, ও উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্পের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। ক্রিশ্চিয়ান পিটার এ মূল্যায়নের সাথে একমত পোষণ করে SMART একটি অনুকরণীয় প্রকল্প হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া, তিনি ভ্যালু চেইনের যে সকল অংশে কাজ করলে সর্বোত্তম ফলাফল পাওয়া যাবে, সেগুলো নিয়ে কাজ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

গত ৮-২১ এপ্রিল বিশ্বব্যাংক কর্তৃক SMART প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য পরিচালিত 'ইমপ্লিমেন্টশন সাপোর্ট মিশন'-এ প্রকল্পের কম্পোনেন্টগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনা, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন ও অংশীজন কর্মশালাসহ বিবিধ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দল সম্পদ-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, বিশেষ করে, বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি Resource-Efficient and Cleaner Production (RECP) চর্চার অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।

পরবর্তীকালে, ১৩ মে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও বিশ্বব্যাংক মিশন-এর সমাপনী সভায় বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিম লিডার উন জু অ্যালিসন ও অতিরিক্ত সচিব মোঃ আবু সাঈদ SMART প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

RHL প্রকল্পের সহনশীল ঘর

দুর্যোগে নিরাপদ টেকসই বাসস্থান

ঘূর্ণিঝড় শক্তি ২৯ মে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা অতিক্রম করে। প্রবল বাতাস, দীর্ঘ বৃষ্টি ও জলাবদ্ধতার ফলে উপকূলীয় সাতটি জেলায় ৫০ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৫ হাজারের বেশি ঘর পানিতে তলিয়ে যায়। কিন্তু উপকূলীয় সাতটি জেলায় পিকেএসএফ-এর RHL প্রকল্প মাটি ভরাট করে ৪ থেকে সাড়ে ৪ ফুট উঁচুতে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল ঘর নির্মাণ করায়, এ সকল ঘরে বসবাসকারী ৭০০টি পরিবার ছিল সুরক্ষিত। অনেক ঘরে পরিবারের পাশাপাশি প্রতিবেশীদের আশ্রয় নিতে দেখা গিয়েছে, এবং বেশ কিছু পরিবার তাদের গবাদিপ্রাণী ঘরের ভিতরে নিরাপদ রাখতে পেরেছিল। ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার জাহানারা বেগম বলেন, "দুইমাস আগে আমরা নতুন ঘরে আসার পরে গত মাসে ঝড়ে চারিদিকে পানিতে সব ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে। কেবল আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। নতুন বাড়ি আমাদের নতুন জীবন দিয়েছে।"

উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় Green Climate Fund-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি সাতটি উপকূলীয় জেলায় (কক্সবাজার, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা) ১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ থেকে বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় এলাকায় ইতিমধ্যে ৭০০টি ঘর ও বসতভিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে উপকারভোগীরা বাস করছে। এছাড়া, প্রকল্পটি উপকারভোগীদের জন্য মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন, বসতভিটায় সবজি চাষ, বৃক্ষরোপণ, কাঁকড়া হ্যাচারি ও নার্সারি এবং কাঁকড়া চাষে সহায়তা প্রদান করছে।

‘দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাবো’

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক
ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ‘ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)’ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনসহ বিগত প্রায় ৩৮ বছর সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইএসডিও ১৯৯১ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। সংস্থাটি বর্তমানে ৫০৬টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ৫৩ জেলায় নানাবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সংস্থাটির বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় সংগঠিত পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ।

পরিবেশ সুরক্ষা, শিশুশ্রম নিরসনসহ দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ইএসডিও-এর অবদান এবং ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-এর নেতৃত্বের ভূমিকা তরুণ উন্নয়ন কর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক। তার সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন শেখ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ।

পিকেএসএফ: ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট কী ছিল?

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান: ইএসডিও’র আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু ১৯৮৮ সালে। স্কুলে পড়াকালীন আমি কিছু ক্লাবের সাথে যুক্ত ছিলাম, যার মধ্যে একটি ছিল ছাত্রদের তৈরি ক্লাব ‘হ য ব র ল ইনস্টিটিউট’। আমি ১৯৮৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার দুই বছর পর ১৯৮৮ সালে সারা দেশে খুব বড় ধরনের একটি বন্যা হয়। ঠাকুরগাঁও বন্যাপ্রবণ এলাকা না হলেও ৮৮’র বন্যায় ঠাকুরগাঁওয়ের প্রায় সকল এলাকাই প্লাবিত হয়। ঢাকা শহরও বন্যা প্লাবিত হয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। আমি ঠাকুরগাঁও ফিরে এসে দেখি বন্যা মোকাবিলায় অনভ্যস্ততার কারণে ঠাকুরগাঁওয়ের সাধারণ মানুষ মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেছে। আমরা ‘হ য ব র ল ইনস্টিটিউট’-এর প্রায় ১৫ জন কর্মী বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসি। আমরা ২৫০-৩০০ ভাসমান পরিবারকে উদ্ধার করে প্রথমে উঁচু রাস্তায় এবং এরপর বন্যার পানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে তাদের থাকার ব্যবস্থা করি। নিজেদের টাকা-পয়সা যা ছিল তাই দিয়ে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেই।

বন্যাকালীন কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ঠাকুরগাঁওয়ের বন্যাক্রান্ত মানুষের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করে। স্থানীয় উদ্যমী তরুণদের সংগঠন হিসেবে তারা ‘হ য ব র ল ইনস্টিটিউট’-এর সাথে কাজ করার আগ্রহ দেখায়। পরবর্তীকালে, ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যখন আমরা রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করি, তখন এর নাম হয় ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। যখন ইএসডিও প্রতিষ্ঠা হয়, তখন এর কোনো অবকাঠামো ছিল না। পিকেএসএফ ১৯৯১ সালে ইএসডিও-কে প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থায়ন করে। শুরুতে এ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করা আমাদের কাছে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলো। কীভাবে বিতরণ করলে টাকা ঠিকঠাক আদায় করতে পারবো তা বুঝতে পারছিলাম না। পিকেএসএফ-এর একজন কর্মকর্তা ঠাকুরগাঁও এসে চার দিন অবস্থান করে সেই টাকা বিতরণে আমাদের সহায়তা করেন। ইএসডিও সবসময় পিকেএসএফ-এর কাছে কৃতজ্ঞ।

পিকেএসএফ: আপনি তো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক ভালো ফলাফল নিয়ে লেখাপড়া শেষ করেছেন। আপনি শিক্ষকতা বা সরকারি চাকরি অথবা অন্য কোনো পেশায় যেতে পারতেন। সেটা না করে গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করাটাই নিজের পেশা হিসেবে বেছে নিলেন কেন?

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান: আমার জন্ম ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলায়। ওই এলাকার পাশে মাহমুদ পাড়া নামে একটা পাড়া ছিল। সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ ছিল হতদরিদ্র। শৈশবে আমি গ্রামের ছেলেদের সাথে খেলার সময় মনে হতো, বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমি তো অনেক কিছুই খেতে পারবো; কিন্তু যাদের সাথে খেলছি তারা তো বাড়িতে গিয়ে আমার মতো খেতে পারবে না। শৈশবের খেলার সাথীদের এ দারিদ্র্য আমাকে কষ্ট দিতো। পরবর্তীতে আমরা যখন বসবাসের জন্য ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে চলে আসি তখনো বাড়ির পাশের অধিকাংশ মানুষ ছিল দরিদ্র। এখানে আদিবাসী সাঁওতাল এবং ওঁরাও জাতিগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। সে সময় থেকেই আমার মধ্যে এক বোধ কাজ করতো, যদি কখনো সুযোগ হয় দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাবো। এটাই আমার জীবনে একটা প্রতিজ্ঞা বা প্রত্যাশা ছিল।

পিকেএসএফ: ইএসডিও’র প্রধান লক্ষ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে বলুন।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান: আমাদের প্রধান লক্ষ্য দু’টি; প্রথমটি হলো মানব দারিদ্র্য হ্রাস করা এবং দ্বিতীয়টি হলো আয় দারিদ্র্য হ্রাস করা। ইএসডিও প্রধানত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে। আমাদের ‘কৌশলগত পরিকল্পনা ২০৩০’ অনুযায়ী আমরা এসডিজি’র সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজ করছি। আমরা এসডিজি’র ১৫টি অভীষ্টের সাথে কাজ করে যাচ্ছি। দারিদ্র্য বিমোচন, জীবিকা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, শিক্ষা, ওয়াশ, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার, সুশাসন, আদিবাসী উন্নয়ন, পুষ্টি, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইএসডিও’র বিস্তৃত কাজ রয়েছে।

পিকেএসএফ: নারীর ক্ষমতায়নে ইএসডিও’র বিশেষ কার্যক্রম আছে কি?

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান: নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও। হস্তশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি কারিগরি জ্ঞান উন্নয়নে ইএসডিও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শুধু ফ্লোরম্যাট উৎপাদনের সাথেই বর্তমানে প্রায় ৪০ হাজার নারী সম্পৃক্ত রয়েছেন। দরিদ্র নারীদের গাভি পালনে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি উৎপাদিত দুধের প্রত্যাশিত মূল্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছি আমরা। চিজ উৎপাদনে সহায়তা প্রদান তারই একটি উদাহরণ। এর ISO সনদায়নসহ বিপণনেও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ঠাকুরগাঁওয়ের প্রায় ৯০% চিজ কারখানা নারী দ্বারা পরিচালিত। এসব কারখানায় দুধ সরবরাহের কাজে প্রায় ৩০ হাজার নারী সম্পৃক্ত। এসব ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্প এবং কেজিএফ কর্মসূচি সহায়তা প্রদান করছে।

পিকেএসএফ: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ইএসডিও'র কোনো বিশেষ উদ্যোগ আছে কি?

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান: ইএসডিও'র জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে একটি শক্তিশালী উইং আছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্লাস্টিক রিসাইকেল করার ক্ষেত্রে ইএসডিও'র কার্যক্রম রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন এলাকা এবং কক্সবাজারে আমরা এ ধরনের কাজ করছি। বন্যা এবং খরাপ্রবণ এলাকায় আমরা পিকেএসএফ-এর দু'টি প্রকল্পের কাজ করেছি। সারাদেশে আমরা প্রায় এক কোটির বেশি বৃক্ষ রোপণ করেছি। আমরা একটা লোকায়ন জাদুঘর করেছি; সেখানে বাংলাদেশের প্রায় সকল নদীর পানি সংরক্ষণ করা আছে। এছাড়া, দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইএসডিও, পপি, এসকেএস এবং এনডিপি - এ চারটি এনজিও মিলে এক কোটি টাকার একটি জরুরি তহবিল গঠনের বিষয়টি পাইলটিং-এর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পিকেএসএফ: পিকেএসএফ-এর সহযোগিতার মাধ্যমে আপনারা কী ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন?

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান: ইএসডিও'র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণসহ এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, জবাবদিহিতা এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ ইএসডিও-কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছে। পিকেএসএফ আমাদের বিকশিত করেছে, বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করেছে, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে, নানা ধরনের অফসাইট-অনসাইট সহযোগিতা দিয়ে আমাদেরকে আজকের এ জায়গায় আসতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া রয়েছে অর্থায়ন এবং পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের সহযোগিতা। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে সুদক্ষ জনবল তৈরি করতে পেরেছি, যা মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনায় সাফল্য অর্জনে ভূমিকা রাখছে।

পিকেএসএফ: সমাজের কিছু মানুষের অভিযোগ রয়েছে যে বাংলাদেশে এনজিওগুলো ক্ষুদ্রঋণের বিপরীতে অধিক সুদ আদায় করে। এ অভিযোগের বিষয়ে আপনি কী বলবেন?

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান: এ ব্যাপারে আমার ভিন্নমত আছে। সুদের হার এক সময় বেশি থাকলেও কেউ ১০ বছরের আপডেট না জেনে যদি বলে সুদের হার বেশি তাহলে সঠিক হবে না। আপডেটটি হলো একসময় ৩০% সুদ ছিল, তারপরে সাড়ে ২৭%-এ নামিয়ে আনা হয়, তারপরে ধারাবাহিকভাবে নেমে এসে এখন ইএসডিও'র সবগুলো কম্পোনেন্ট যোগ করে ১৮.৫%-এ কার্যক্রম চলছে। মনে রাখতে হবে, ব্যাংকের তুলনায় আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয় অনেক বেশি, কারণ আমরা ঋণ কার্যক্রমে নিবিড় তদারকি করে থাকি। তদারকিতে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারলে আগামীতে সুদের হার আরো কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। আমরা সে লক্ষ্যেই কাজ করছি।

পিকেএসএফ: দেশের উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা নিরসন বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কী?

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান: পিকেএসএফ ২০০৬ সালের দিকে PRIME প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। পিকেএসএফ-এর বর্তমান অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিন এ প্রকল্পের নেতৃত্বে ছিলেন। মঙ্গা বিষয়ে পিকেএসএফ একটি গবেষণা পরিচালনা করে, সেখানে ইএসডিও অংশগ্রহণ করে। স্থায়ীভাবে মঙ্গা নিরসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনকে বছরব্যাপী আয় সৃষ্টিমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করা হয়। বর্তমানে উত্তরাঞ্চলে স্বাভাবিক দারিদ্র্য থাকলেও ভয়াবহ সেই মঙ্গা আর দেখতে পাওয়া যায় না।

পিকেএসএফ: ইএসডিও'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান: ইউরোপের উন্নত বাজারে দক্ষ জনবলের চাহিদা রয়েছে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তুলে জনবল রপ্তানি করার সুযোগ আছে। আমরা ওভারসিজ-বেইজড স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বা একটি কারিগরি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছি যেখান থেকে ছেলেমেয়েরা উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন জনসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে। আমরা বাংলাদেশে একটি স্কিল-বেইজড ইউনিভার্সিটি করতে চাই। এ লক্ষ্যে অবকাঠামো তৈরির কাজ চলছে, অন্যান্য প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

পিকেএসএফ: বাংলাদেশের এনজিও খাতে কর্মরত উন্নয়নকর্মীদের জন্য আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি?

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান: এনজিও খাতে পেশাগত সাফল্যের সুযোগ যথেষ্ট ভালো; ভবিষ্যতে এটা আরো ভালো হবে। ক্ষুদ্রঋণ খাত আরো সম্ভাবনাময়। যারা এখানে কাজ করবে তারা যদি এটাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়ে নেয়, তাহলে প্রথমত এর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করা হবে; দ্বিতীয়ত, সে যদি ভালোভাবে কাজ করতে পারে, তাকে ব্যক্তিগতভাবে অন্য যেকোনো চাকরির তুলনায় এটা পর্যাপ্ত আর্থিক নিরাপত্তাও দেবে।

পিকেএসএফ: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

পুরো সাক্ষাৎকারটি
পড়তে স্ক্যান করুন

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে 'সমৃদ্ধি'

'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি দেশের ৬৪ জেলার ১৭৬ উপজেলার সমসংখ্যক ইউনিয়নে ১০৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, কৈশোর, উন্নয়নে যুব সমাজ, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, আরও ৫৫ উপজেলায় কৈশোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় নিয়োজিত স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ১৪.৪৮ লক্ষ খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রায় ৪৬ লক্ষ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিয়েছেন।

এ সময়ে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ১০,৬০১টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্থানীয় পর্যায়ের এমবিবিএস ডাক্তারদের মাধ্যমে ১,৪৯১টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক, এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে ২৭৭টি স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন করা হয়।

এ সকল আয়োজনের মাধ্যমে এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত প্রায় ১.৫ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত ১৫৫টি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে ১,৬৯৩ জন সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তির বিনামূল্যে চোখের ছানি অপসারণ করা হয়েছে। শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ৩,১৬৮টি বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষার্থীকে (শিশু, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) পাঠদান করা হচ্ছে।

কিশোর-কিশোরীদের নৈতিক মূল্যবোধ, সফট স্কিল উন্নয়ন এবং সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ২২,২৭৭টি ক্লাব পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি, উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় ১৭৬ ইউনিয়নে ১,৯৯৫টি যুব ক্লাব গঠিত হয়েছে। যুব সদস্যরা নারী নির্যাতন, ইভটিজিং, যৌতুকসহ বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছে।

প্রবীণ কার্যক্রমের আওতায় কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় মোট ১,৭৪০টি প্রবীণ ক্লাব গঠন করা হয়েছে, যেখানে প্রায় ২২ হাজার প্রবীণ সদস্য নিয়মিতভাবে মিলিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করছেন। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আওতায় এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত ১,৮৯১টি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প

পিকেএসএফ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক যৌথভাবে অর্থায়নকৃত ‘পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল - ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ)’ একটি দ্বিতীয় প্রজন্মের অতিদারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প। পিকেএসএফ ১৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের অতিদারিদ্র্যপ্রবণ ১৪৫ ইউনিয়নে বসবাসরত ২.১৫ লক্ষ পরিবারভুক্ত অতিদরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়নে এ প্রকল্পের আওতায় বহুমাত্রিক সেবা প্রদান করছে।

‘শিশু থেকে প্রবীণ, পুষ্টিকর খাবার সর্বজনীন’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৮ মে থেকে ০৩ জুন ২০২৫ ‘জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ’ উপলক্ষ্যে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কর্মএলাকায় বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এ সময় পুষ্টিমেলা, আলোচনা সভা, শোভাযাত্রার মতো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। পুষ্টি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় সুষম খাবারের উপাদান, শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার উপকারিতা এবং ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা হয়। এসব কার্যক্রমে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় শিক্ষকবৃন্দ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

হাওরে গো-খাদ্যের অভাব পূরণে ইউপিএস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে প্রচুর গরু ও মহিষ পালন করা হয়। কিন্তু বর্ষাকাল এবং এর পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের জন্য চারণভূমিগুলো পানিতে ডুবে থাকায় গো-খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। ফলে প্রতি বছর বর্ষার আগেই খামারিরা গরু ও মহিষ বিক্রি করে দেন। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-উদ্ভাবিত ‘ইউরিয়া প্রিজার্ভড স্ট্র (ইউপিএস)’ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে জলাবদ্ধতাকালে গো-খাদ্যের অভাব অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে হাওরে ধান কাটার সময় মাঠে পরিত্যক্ত খড় সংগ্রহ করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় গো-খাদ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়। পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় ৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে পাইলটিং-এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে ইউপিএস প্রযুক্তিতে উৎপাদিত গো-খাদ্য জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হাওরে সৃষ্ট গো-খাদ্যের অভাব পূরণে সমর্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সাথে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্পের সদস্যদের টেকসই উন্নয়ন এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

অটিজম সচেতনতা দিবস পালন

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় ২২ এপ্রিল ২০২৫ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন করা হয়। ‘স্নায়ু বৈচিত্র্যকে বরণ করি, টেকসই সমাজ গড়ি’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ দিন প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম কমিটি, মা ও শিশু ফোরাম, প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী)-গুলোতে আলোচনা সভা, শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পথনাটক আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন বিষয়ক কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দ এসব আয়োজন পরিচালনা করেন। দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিটি পর্যায়ে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি করা এবং ভুল ধারণাগুলো দূর করা, অটিজমকে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৈচিত্র্য হিসেবে দেখা এবং নিউরোডাইভার্সিটির গুরুত্ব তুলে ধরা।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

এপ্রিল-জুন ২০২৫ সময়ে দেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত নয়টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, একটি কর্মশালা, একটি সেমিনার এবং একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে পিকেএসএফ-এর মোট ৯৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। একই সময়ে বিদেশে একটি প্রশিক্ষণ, পাঁচটি কর্মশালা, একটি ইন্সপেকশন প্রোগ্রাম ও একটি নলেজ এক্সচেঞ্জ ভিজিটে পিকেএসএফ-এর মোট ২২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ সকল প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/ইন্সপেকশন প্রোগ্রাম/নলেজ এক্সচেঞ্জ ভিজিট থাইল্যান্ড, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, ভুটান, ভিয়েতনাম, মালাউই, গ্রীস ও তুরস্কে অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার দক্ষ জনবল উন্নয়নে ১৯৯৬ সাল থেকে চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিচালনা করে আসছে। পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখাটি বর্তমানে ‘পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার’ হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার বর্তমানে ১২টি কোর্সে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এপ্রিল-জুন ২০২৫ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ভবনে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় ৮টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ১৮০ জন কর্মকর্তাকে মোট ৭টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, জুন ২০২৫ সময়ে ‘Crisis Management in Microfinance Operations’ শীর্ষক একটি নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু করা হয়।

বিগত ৩ মার্চ পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারের উদ্যোগে পিকেএসএফ ভবনে ‘Entrepreneurship as a Motor of Development and Growth under Varying Context’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং এটি সঞ্চালনা করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জসীম উদ্দিন। এতে পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মোট ১১৪ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

Various points of view and approaches

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম: এপ্রিল-জুন ২০২৫ প্রান্তিকে পিকেএসএফ-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাত জন এবং বাংলাদেশ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ১ জন শিক্ষার্থী ইন্টার্ন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৭০,১২২.৪৮ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৫৭,০৪৬.৭২ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ১৩,০৭৫.৭৬ কোটি টাকা। সহযোগী সংস্থা হতে সদস্য পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮,৯১,১১৪.৯৫ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৮,০৬,৫৩৪.৬৬ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ৮৪,৫৮০.২৯ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সহযোগী সংস্থার নিকট সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি ৩৩,৪৫৮.৩৭ কোটি টাকা।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি: এপ্রিল ২০২৫ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১৩,০৭৫.৭৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৯,৪৪৩.৫৬ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৭২.২২% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৩,৬৩২.২০ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ২৭.৭৮%।

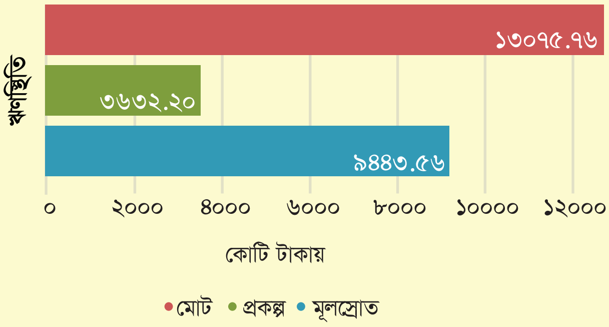

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার ঋণস্থিতি: এপ্রিল ২০২৫ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৮৪,৫৮০.২৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৭২,৯১৯.৩১ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৮৬.২১% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কর্মসূচি-এর আওতায় ঋণস্থিতি ১১,৬৬০.৯৮ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ১৩.৭৯%।

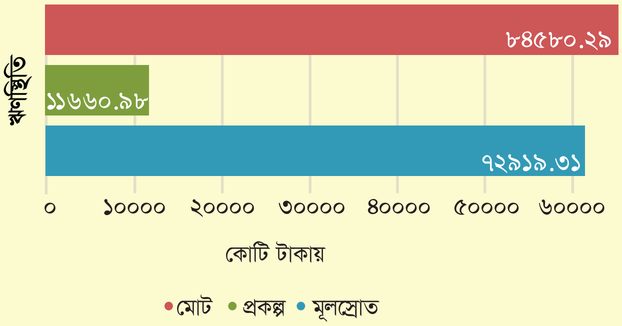

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

এপ্রিল ২০২৫ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ছিল ১৩,০৭৫.৭৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৬,০২৪.৮৬ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ৩,৬১৪.৯৪ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ) ৬৭৮.৫৩ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ৯৭৫.৪৬ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৪২৫.২২ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ১,৩৫৬.৭৫ কোটি টাকা।

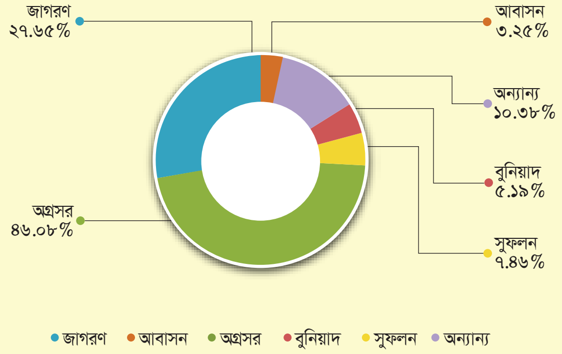

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

এপ্রিল ২০২৫ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ছিল ৮৪,৫৮০.২৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৪০,৪৪৫.৩৫ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ২৭,০৬২.০৬ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ) ৮২৯.৪৬ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ৫,৫৪৬.৭৫ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৪৪১.৬০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ১০,২৫৫.০৭ কোটি টাকা।

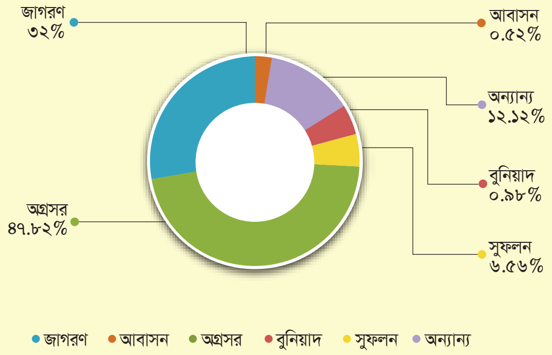

সহযোগী সংস্থার সদস্য ও ঋণগ্রহীতা: এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য ২.১১ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৯৭ কোটি, যা মোট সদস্যের ৯৩.৩৬%। একই সময়ে, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১.৫৯ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৪৯ কোটি, যা মোট ঋণগ্রহীতার ৯৩.৭১%।

ঋণ আদায় হার: পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের হার যথাক্রমে ৯৯.৮২% এবং ৯৯.০৩%।

অ-আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য: পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে, যা পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল ও বিভিন্ন প্রকল্প হতে সংস্থান করা হয়। অ-আর্থিক পরিষেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, প্রশিক্ষণ, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষাবৃত্তি, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রম, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বন্যা ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসল চাষে সহায়তা, বসতভিটা উঁচুকরণ, লবণাক্তপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি।

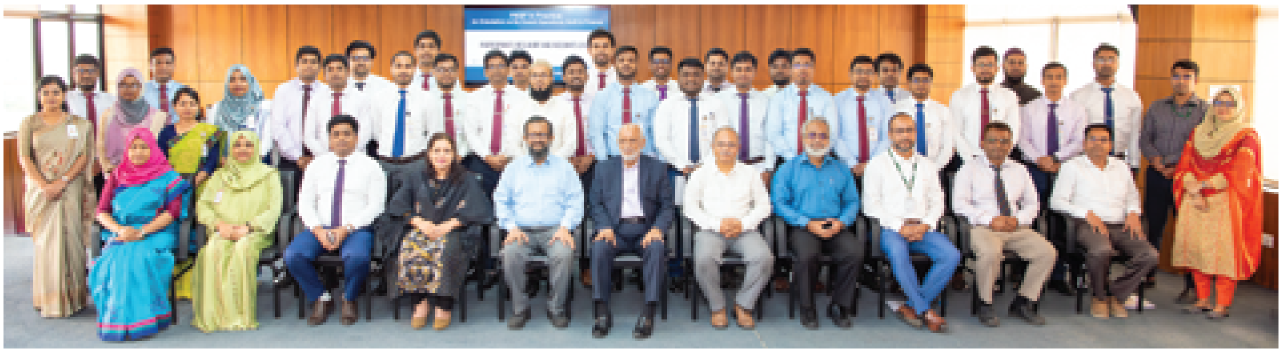

পিকেএসএফ সম্পর্কে অবহিত হলেন নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারের নবনিযুক্ত কর্মকর্তারা

বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীসহ দেশের সব শ্রেণির মানুষের সার্বিক কল্যাণে সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মকর্তাকে সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান। গত ১৬ জুন পিকেএসএফ ভবনে ৪৩তম বিসিএস-এর নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, নবীন কর্মকর্তারা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সক্রিয়ভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করলে দেশ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাবে।

ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একডেমির (ফিমা) উদ্যোগে পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ‘PKSF in Practice: An Orientation on its Overall Operations, Audit and Finance’ শীর্ষক এ অনুষ্ঠানে নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারের ৩২ জন নবীন কর্মকর্তাসহ ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, পিকেএসএফ-এর নানাবিধ কার্যক্রম, ও কার্যপরিধি বিষয়ে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের ধারণা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং ফিমা’র মহাপরিচালক আয়েশা খানম। মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, পিকেএসএফ সারাদেশে ১৭৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২ কোটিরও বেশি পরিবারকে টেকসইভাবে আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করছে, যা মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক বিভূতি ভূষণ বিশ্বাস ‘Financial Transparency in Action: PKSF’s Best Practice in Accounting’, মহাব্যবস্থাপক ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান ‘PKSF: A comprehensive journey through programs and innovations’, এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন মজুমদার ‘PKSF Audit Insights: Building trust through transparency’ শীর্ষক উপস্থাপনা প্রদান করেন। পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

তরুণদের ইংরেজি ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের একসাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ

দক্ষ জনশক্তি গঠনে কারিগরি জ্ঞানের পাশাপাশি সফট-স্কিলস, বিশেষ করে ভাষাগত দক্ষতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতা তরুণদের কর্মসংস্থানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। ৩ জুন পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি এ কথা বলেন।

এ সভায় পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের আওতায় শিক্ষানবিশদের কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, পিকেএসএফ কর্মীদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং RAISE প্রকল্পের শিক্ষানবিশদের ইংরেজি ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। সভায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের পক্ষ হতে কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বসসহ অন্যান্য কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, সভায় উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্ত্তী এবং RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

Skills, Jobs, and Inclusion

উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট মোকাবিলায় আসছে নতুন প্রকল্প

উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল Adaptation Fund-এর অর্থায়নে ‘Access to Safe Drinking Water for the Climate Vulnerable People in Coastal Areas of Bangladesh through Solar-generated Reverse Osmosis Water Treatment Facilities Project in Bangladesh’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে পিকেএসএফ। তিন বছর মেয়াদি ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য Adaptation Fund Board-এর সাথে পিকেএসএফ ৯ মার্চ ২০২৫ একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রকেল্পর আওতায় খুলনা, বাগেরহাট এবং সাতক্ষীরা জেলায় মোট ১৮০টি Reverse Osmosis (RO) পদ্ধতির ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে প্রায় ৪.৩২ কোটি লিটার বিশুদ্ধ পানি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ১.৮০ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের মাঝে সুপেয় পানি বিতরণ সম্ভব হবে।

বুকপোস্ট

উপদেশক : মোঃ ফজলুল কাদের
মোঃ জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক : সুহাস শংকর চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী : সাবরীনা সুলতানা

অঙ্গসজ্জা : রাকিব মাহমুদ